PARIS DECLARATION ON AID EFFECTIVENESS

Ownership, Harmonization, Alignment, Results and Mutual Accountability

# বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা বিষয়ক প্যারিস ঘোষণা

**মালিকানা, সমন্বয়, বিন্যাস, ফলাফল এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতা**


## বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা বিষয়ক প্যারিস ঘোষণা

**মালিকানা, সমন্বয়, বিন্যাস, ফলাফল এবং পরস্পরিক জবাবদিহিতা**


### ১. সিদ্ধান্তের বিবরণ

১. জাতিসংঘের সহস্রাব্দ ঘোষণা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণার পঞ্চ-বার্ষিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বৈদেশিক সাহায্য বিতরণ ও ব্যবস্থাপনাকে আরো সুদূরপ্রসারী ও পর্যবেক্ষণযোগ্য করার প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মন্ত্রীরা, যারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য দায়বদ্ধ এবং বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ প্যারিসে ২ মার্চ ২০০৫ সালে এক বৈঠকে মিলিত হই। আমরা মন্টেরে-তে (গড়হঃবৎৎবু) যেমন অনুধাবন করেছিলাম, তেমনি এখানেও অনুধাবন করতে পারলাম যে, জাতিসংঘ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সাহায্যের পরিমাণ এবং সাহায্য-উৎস বাড়ানো প্রয়োজন এবং সেই সাথে সহযোগী দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির জন্য সাহায্যের কার্যকারিতা বাড়ানোও প্রয়োজন। যদি ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়ে সেক্ষেত্রে এ বিষয়টিতেই সবচেয়ে বেশীগুরুত্ব দিতে হবে।

২. বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা শীর্ষক এই উচ্চ পর্যায়ের ফোরামে আমরা ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে রোমে অনুষ্ঠিত 'হাই লেভেল ফোরাম অন হারমোনাইজেশন'-এ গৃহীত ঘোষণা এবং ২০০৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মারাকেশে (গধৎৎধশবপয) অনুষ্ঠিত 'রাউন্ডটেবিল অন ম্যানেজিং ফর ডেভেলপমেন্ট রেজাল্ট'-এর মূল বিষয়ের পর্যালোচনা করেছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, সাহায্য দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করে প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করবে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পূরণে সহায়তা করবে।

### অধিক কার্যকর সাহায্যের জন্য করণীয়

৩. সাহায্য বিতরণ প্রক্রিয়াকে সমন্বিত ও বিন্যস্ত করার জন্য রোমে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো আমরা তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করছি। অনেক দাতাসংস্থা এবং সহযোগী দেশগুলো সাহায্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন দেখে আমরা উৎসাহ বোধ করছি এবং নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় ঘোষণা করছি:

ক. সহযোগী দেশগুলোর জাতীয় উন্নয়ন নীতি এবং বাস্তবায়ন কাঠামো শক্তিশালীকরণ (যেমন: পরিকল্পনা, বাজেট, কর্মমূল্যায়ন কাঠামো ইত্যাদি)।

খ. সহযোগী দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার সাথে সাহায্যের কার্যকর বিন্যাস এবং তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ।

গ. দাতাসংস্থা এবং সহযোগী দেশগুলোর উন্নয়ন নীতিকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য জনগণ ও সংসদের কাছে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. খরচ যতদূর কমানো যায় সেজন্য কাজের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা এবং দাতাদের কাজের যৌক্তিকতা নিরূপণ করা।

ঙ. সহযোগিতার মনোভাব বাড়ানো এবং সাহায্যের সাথে সহযোগী দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধনকে উৎসাহিত করার জন্য দাতাদের নীতি এবং কার্যপ্রণালীকে সংস্কার ও সহজ করা।

চ. সহযোগী দেশগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, সরকারি ক্রয় নীতিমালা, জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত অবস্থা বিশেষণের জন্য কার্যকর পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন মান নির্ধারণ করে দেয়া যাতে এসব ক্ষেত্রে তারা ভালো উদাহরণ তৈরি করতে পারে এবং প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারে।

৪. নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেবার ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ:

ক. কার্যকর জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্ত

Voice
Voices for Interactive Choice & Empowerment

বায়নে সহযোগী দেশগুলোর সাংগঠনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা।

খ. সহযোগী দেশগুলোর কাছে অধিকতর নিশ্চিত এবং বহুবর্ষ যাবৎ প্রতিশ্রুত ঋণ বিতরণে ব্যর্থতা।

গ. দাতাসংস্থা এবং সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে কার্যকর উন্নয়ন অংশীদারিত্ব তৈরির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মনোযোগের অভাব এবং দাতাসংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির অভাব।

ঘ. সহযোগী দেশগুলোর বড়মাপের উন্নয়ন এজেন্ডা বা বিভিন্ন জটিল এজেন্ডা যেমন, এইচআইভি/এইডস ইত্যাদির সাথে বৈশ্বিক বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উদ্যোগের অপর্যাপ্ত সমন্বয়।

ঙ. দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতার অভাব ধীরে ধীরে জনসমর্থনকে কমিয়ে দেয়, সম্পদ ব্যবহার এবং বরাদ্দের গতি ধীর করে দেয় এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

৫. আমরা মূল্যায়ন করছি যে, সাহায্যের কার্যকরিতা বাড়ানো সম্ভব এবং সার্বিক সাহায্য প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটি খুবগুরুত্বপূর্ণ। সাহায্য বিতরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর উপায় গ্রহণের জন্য আমরা সহযোগী দেশগুলোর উন্নয়ন নীতি কৌশল এবং অগ্রাধিকারকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে আমরা সাহায্য বিতরণের সেই পদ্ধতিগুলোই গ্রহণ করবো যা সাহায্যের কার্যকরিতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

৬. ঘোষণাটি পর্যালোচনার সময় আমরা গড়হঃবৎৎবু'র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়ন সহায়তা প্রদান এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগকে আরো জোরদার করবো। এছাড়া সহযোগী দেশ এবং বিভিন্ন খাতে দাতাসংস্থার এলোমেলো কাজগুলোকে যৌক্তিক করার চেষ্টা করবো।

## বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং গ্রহণ

৭. জটিল এবং সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে সাহায্যের কার্যকরিতা বাড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরে ঘটে যাওয়া সুনামি। এ সমস্ত পরিস্থিতিতে সহযোগী দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন এজেন্ডার সাথে মানবিক এবং উন্নয়ন সাহায্যের বিশ্বব্যাপী সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। ভঙ্গুর দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন ও মৌলিক চাহিদা পূরণে আমরা সহায়তা করবো।। দুর্বল সরকার এবং তার ক্ষমতার সাথে যেন বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয়, বিন্যাস এবং ফলাফলের মূলনীতিগুলোকে খাপ খাওয়ানো যায় সে ব্যাপারটি আমরা নিশ্চিত করবো। সার্বিকভাবে এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে সাহায্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য আমরা এ বিষয়ে আরো বেশী মনোযোগী হবো।

## নির্দেশক, সময়সূচি ও লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ

৮. আমরা স্বীকার করছি যে এই ঘোষণায় যেসব সংস্কার প্রক্রিয়ার কথা বলা হলো তা বাস্তবায়নের জন্য বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্রমাগতভাবে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সহায়তা, চাপ এবং সমন্বিত কর্মপন্থা প্রয়োজন হবে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পারস্পরিক স্বচ্ছতা, সেকশন ২-এ বর্ণিত অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি এবং সেকশন- ৩-এ বর্ণিত ১২টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা পরিবর্তন আনার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

৯. উন্নয়নের পথে সুচারূপে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা ২০১০ সালের জন্য আমাদের লক্ষ্য স্থির করছি। বৈশ্বিক পর্যায়ের বিভিন্ন দেশ এবং এজেন্সিগুলো যারা এই ঘোষণার সাথে একমত তাদের উন্নয়নকে উৎসাহিত করার ব্যাপারটি খেয়াল রেখেই এই লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যসমূহের মধ্যে দাতাসংস্থা এবং সহযোগী দেশ উভয়ই যুক্ত রয়েছে। কোন একটি নির্দিষ্ট সহযোগী দেশ নিজেদের ইচ্ছামতো কোন লক্ষ্য পরিবর্তন বা বিকল্প নির্ধারণ করতে পারবে না। সেকশন-৩-এ বর্ণিত নির্দেশকগুলোর আলোকে আমরা আজ ৫টি প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য ইউএনজিএ (টঘএঅ) সম্মেলনের পূর্বেই প্রাথমিক লক্ষ্যগুলোর পর্যালোচনাসহ সেকশন-৩-এ বর্ণিত নির্দেশকগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন লক্ষ্য স্থির করার বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। ঐকমত্যে পৌঁছানো 'অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি এবং উন্নয়ন লক্ষ্যসূচক' কাঠামোর মধ্যে থেকে সাহায্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর ব্যাপারে নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে সহযোগী দেশ ও দাতাসংস্থাদের প্রস্তাবনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ, বেশ কয়েকটি সহযোগী দেশ তাদের কর্মপরিকল্পনা ইতিমধ্যেই উপস্থাপন করেছে এবং অনেকগুলো দাতা সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। এ বিষয়ে যদি কেউ আরো তথ্য দিতে চায় এবং সেগুলো মুদ্রণের জন্য আমরা সকল অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে ৪ এপ্রিল ২০০৫ সালের মধ্যে তথ্য আহ্বান করছি।

## কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

১০. দেশীয় পর্যায়ে উন্নয়নের সঠিক তথ্য বিশেষণ করা বেশ জটিল। সাহায্য কার্যকারিতা বিষয়ে আমরা যে যে ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছেছি সেগুলোর দেশীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন মূল্যায়নের জন্য আমরা সহযোগী দেশগুলোর নেতৃত্বে গুণবাচক এবং সংখ্যাবাচক উভয়ভাবেই পর্যবেক্ষণ করবো। মূল্যায়ন কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা সেই দেশের উপযোগী সঠিক কৌশল প্রয়োগ করবো।

১১. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা উন্নয়ন সহায়তা কমিটি'র (উবাবষড়ঢ়সবহঃ অংংরংঃধহপব ঈড়সসরঃঃবব) মাধ্যমে দাতাসংস্থা এবং সহযোগী দেশগুলোকে অংশীদারিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানাবো যাতে সহযোগী দেশগুলোর অংশগ্রহণ বিস্তৃত পরিসরে হতে পারে এবং ২০০৫ সালের শেষ দিকে এই

ঘোষণার প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করবো। একই সময়ে আমরা সেকশন- ৩-এ বর্ণিত উন্নয়ন সূচকের আন্ত র্জাতিক নিরীক্ষণের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদেরকে আহ্বান জানাবো। এই এজেন্ডার সমর্থনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে পর্যালোচনা করার জন্য আমরা বর্তমানে প্রচলিত পর্যালোচনা কৌশলকেও ব্যবহার করবো। এর পাশাপাশি আমরা স্বাধীন আন্তঃদেশীয় মূল্যায়ন কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করবো যা অতিরিক্ত কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সহযোগী দেশসমূহের ওপর প্রয়োগ করা যাবে। এই প্রতিটি কর্মকাণ্ডই উন্নয়ন উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে সহজভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

১২. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, এই ঘোষণাটির পর্যালোচনার পূর্বেই আমরা ২০০৮ সালে আবার কোন এক উন্নয়নশীল দেশে মিলিত হবো এবং দুটি ধাপে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবো।

## ২. অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি

১৩. পারস্পরিক স্বচ্ছতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এই অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতিগুলোর মূল ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতার শিক্ষা। প্রতিটি সহযোগী দেশের নিজ নিজ পরিস্থিতির আলোকে এই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল।

### মালিকানা

সহযোগী দেশগুলো তাদের উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশলের ক্ষেত্রে কার্যকর নেতৃত্বের সন্ধান করবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোকে সমন্বিত করবে।

১৪. **সহযোগী দেশগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ বিস্তৃত পরিসরে পর্যালোচনার মাধ্যমে সহযোগী দেশগুলো তাদের জাতীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্বের ব্যাপারটি সঠিকভাবে চর্চা করবে।

ষ মধ্যমেয়াদী ব্যয় কাঠামো এবং বাৎসরিক বাজেট অনুযায়ী এসব জাতীয় উন্নয়ন কৌশলকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অপারেশনাল প্রোগ্রামে পরিণত করতে হবে। (নির্দেশক ১)

ষ বৈদেশিক সাহায্যের সাথে সর্বক্ষেত্রের সমন্বয় সাধনের জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য উন্নয়ন সম্পদের সাথে দাতাসংস্থাসহ নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণেরও সমন্বয় করতে হবে।

১৫. **দাতাসংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ সহযোগী দেশগুলোর নেতৃত্বকে সম্মান করতে হবে এবং নেতৃত্ব চর্চার ব্যাপারে তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে হবে।

### বিন্যাস

দাতাসংস্থার সমস্ত সাহায্য নির্ভর করবে সহযোগী দেশগুলোর জাতীয় উন্নয়ন নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ার ওপর।

### সহযোগীর সাথে দাতাদের কৌশলের সমন্বয়

১৬. **দাতাসংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ সহযোগী দেশের জাতীয় উন্নয়ন নীতি এবং নীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার পর্যালোচনার ওপর নির্ভর করবে দাতাসংস্থার সার্বিক সমর্থন প্রক্রিয়া। (নির্দেশক ৩)

ষ এই কৌশল বাস্তবায়নে সহযোগী দেশের জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা অথবা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বার্ষিক পর্যালোচনাসহ যে যে ক্ষেত্রে সম্ভব শর্তারোপের ব্যবস্থা।

ষ শর্তসমূহের একটি একক কাঠামো এবং/অথবা জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশকসমূহের মধ্যে অর্থায়নের একটি সংযোগ তৈরী করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, সকল দাতাসংস্থারই নিজস্ব শর্তকাঠামো থাকতে হবে। প্রতিটি দাতাসংস্থার শর্তগুলো একটি মসৃন কাঠামোর ভেতর থেকে আসবে যার লক্ষ্য থাকবে উন্নয়ন কৌশলের টেকসই ফলাফল।

### দাতারা সহযোগী দেশের শক্তিশালী পদ্ধতি ব্যবহার করবে

১৭. জনগণ এবং সংসদের প্রতি সহযোগী দেশগুলোর যে নীতি রয়েছে সেই নীতির স্বচ্ছতা, বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নের জন্য তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে সাহায্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট খাতে সাহায্য ব্যবহারের জন্য একটি দেশের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। দেশের নিজস্ব পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবহার করা হবে তবে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষণ, ক্রয় এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত জাতীয় ব্যবস্থপনায় এসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যবহারে কোন বাধা থাকবে না।

১৮. সহযোগী দেশগুলোর দেশীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে সরকার এবং দাতাদের তথ্যের উৎস হিসেবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সাথে সাথে দেশীয় পদ্ধতির উন্নয়ন মূল্যায়নে দাতা এবং সহযোগী দেশ উভয়েরই সমান ভূমিকা থাকবে। তাদের সহায়তার জন্য থাকবে কর্মমূল্যায়ন কাঠামো (পারফরমেন্স এসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক) এবং সুনির্দিষ্ট কিছু সংস্কার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা এবং সংশিষ্ট গবেষণা কর্মের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

১৯. **সহযোগী দেশ এবং দাতাসংস্থাসমূহ যৌথভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ দেশীয় কর্মপদ্ধতি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় একত্রে কাজ করা।

ষ সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য দেশীয় নেতৃত্বের অধীনে থেকে কর্মমূল্যায়ন কাঠামো এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার

সমন্বয়সাধন।

২০. **সহযোগী দেশসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ দেশীয় পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনাকে এগিয়ে নেওয়া।

ষ এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার ভিত্তিতে সাহায্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সম্পদের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিরূপণের জন্য জাতীয় পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়াসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করা।

ষ সংস্কার প্রক্রিয়া যেমন, জনব্যবস্থাপনা সংস্কার, ইত্যাদি টেকসই সামর্থ্যবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

২১. **দাতাসংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ যতদূর সম্ভব দেশীয় পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে। যেখানে দেশীয় পদ্ধতি কার্যকর নয় সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া গ্রহণ, যা প্রকারান্তরে দেশীয় পদ্ধতিকেই শক্তিশালী করবে, অবমূল্যায়ন না করে, তা প্রতিষ্ঠা করা।

ষ দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা এবং সাহায্যকৃত অর্থ দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের জন্য একেবারে সুনির্দিষ্ট কোন কাঠামো প্রণয়ন থেকে যতদূর সম্ভব বিরত থাকা। (নির্দেশক ৬)

ষ পরস্পর বিরোধী নানা ধরনের লক্ষ্যের সাথে সহযোগী দেশগুলোর সমন্বয়হীনতা এড়াতে দেশীয় পদ্ধতির জন্য সমন্বিত কর্মমূল্যায়ন কাঠামো গ্রহণ করা।

## দাতাসংস্থার সাহায্যে সহযোগী দেশগুলো তাদের সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটাবে

২২. উন্নয়ন উদ্দেশ্য অর্জনে নীতি এবং কর্মসূচিসমূহ থেকে সুফল প্রাপ্তির জন্য পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার সামর্থ্য জরুরি। দাতাদের সহায়তায় সামর্থ্য উন্নয়ন সহযোগীদের একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব। এটি শুধু যে কারিগরি জ্ঞান নির্ভর হবে তা নয় বরং এটি মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বৃহত্তর সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল হবে।

২৩. **সহযোগী দেশগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে সুনির্দিষ্ট সামর্থ্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করা এবং সামর্থ্য বাড়ানোর কৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।

২৪. **দাতাসংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ সহযোগী দেশের সামর্থ্য বৃদ্ধির কৌশল ও উদ্দেশ্যের সাথে দাতাসংস্থা তাদের বিশেষণ এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের বিন্যাস ঘটাবে। পাশাপাশি তারা প্রচলিত ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ এবং সামর্থ্য বৃদ্ধিতে তাদের সমর্থনকে সমন্বিত করবে। (নির্দেশক ৪)

## সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সামর্থ্যের উন্নয়ন

২৫. **সহযোগী দেশগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া।

ষ বাজেটের ওপর সময়মতো স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি।

ষ সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংস্কারের জন্য নেতৃত্বগ্রহণ।

২৬. **দাতাসংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ দীর্ঘমেয়াদি সাহায্যের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুত সময়ানুসারে সাহায্য বিতরণ করা। (নির্দেশক ৭)

ষ সহযোগী দেশসমূহের স্বচ্ছ বাজেট এবং হিসাবরক্ষণ কাঠামোর ওপর যতদূর সম্ভব নির্ভর করা। (নির্দেশক ৫)

২৭. **সহযোগী দেশ এবং দাতাসংস্থা উভয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ**

ষ সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা এবং কর্মমূল্যায়ন কাঠামোর বাস্তবায়ন।

## জাতীয় ক্রয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

২৮. **সহযোগী দেশ এবং দাতাসংস্থা উভয়ের প্রতিশ্রুতি**

ষ পর্যালোচনা, টেকসই সংস্কার এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার।

ষ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ক্রয়প্রক্রিয়া সংস্কার এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে টেকসই করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা করা।

ষ সময়ের সাথে সাথে তারা যাতে উন্নতি করতে পারে সেজন্য সুপারিশকৃত এপ্রোচের ওপর মত বিনিময়।

২৯. **সহযোগী দেশগুলো ক্রয়প্রক্রিয়ার সংস্কার এবং বাস্তবায়নের নেতৃত্বগ্রহণে অঙ্গিকারাবদ্ধ**

৩০. **দাতাসংস্থা অঙ্গীকারাবদ্ধ**

ষ যখন সহযোগী দেশ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবে তখন ঐ দেশের ক্রয়প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে।

ষ যখন কোন দেশের জাতীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট বিধিমালা পূরণ করবে না বা দাতাসংস্থা ঐ নীতি ব্যবহার করবে না তখন একটি সমন্বিত নীতি গ্রহণ করতে হবে।

## শর্তমুক্ত সাহায্য (হঃরব ধরফ): অর্থের প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তি

৩১. সহযোগী দেশের লেনদেন খরচ কমানো এবং দেশের মালিকানা ও বিন্যাসের (অষরমহসবহঃ) উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে শর্তবিহীন বা শর্তমুক্ত সাহায্য সাধারণত সাহায্যের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। দাতাসংস্থাগুলো ২০০১ সালের উঅঈ জবপড়সসবহফধঃরড়হ ড়হ টহঃরহম ঙভরপরধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ অংংরংঃধহপব ঃড় ঃযব

খবধং উবাবষড়ঢ়বফ ঈড়ঁহঃৎরবং দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শর্তমুক্ত সাহায্য বিতরণের ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

## সমন্বয়

দাতাদের কাজ আরো সমন্বিত, স্বচছ এবং সমষ্টিগতভাবে কার্যকর দাতারা একটি সাধারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে এবং প্রক্রিয়াসমূহ সহজসাধ্য করবে।

৩২. **দাতাসংস্থা অঙ্গীকারাবদ্ধ**

ঘ রোম হাই লেভেল ফোরামের ফলো-আপ হিসেবে দাতারা যে কর্মপরিকল্পনা (অপঃরড়হ চষধহ) গ্রহণ করেছিলো তার বাস্তবায়ন।

ঘ দেশীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন, বিতরণ, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং দাতাদের কাজ ও সাহায্য প্রবাহের ওপর সরকারকে দেয়া প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে যেখানে প্রযোজ্য সেখানে একটি সাধারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। কর্মসূচি ভিত্তিক সাহায্য অনুষঙ্গ ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান হার এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। (নির্দেশক ৯)

ঘ পৃথক পৃথক কাজ, একইরকম কাজ, মাঠ পর্যায়ের কাজ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার ((নির্দেশক ১০)) সংখ্যা কমানোর জন্য একসাথে কাজ করতে হবে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় ও চর্চার ক্ষেত্রে যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

## পরস্পরিক সখ্যতাঃ অধিক কার্যকর শ্রমবিভাজন

৩৩. বৈশ্বিক, দেশ বা সুনির্দিষ্ট কোন খাতে অতিরিক্ত অগোছালো সাহায্য সাহয্যের কার্যকারিতাকে দুর্বল করে দেয়। শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ বিনিময় লেনদেন ব্যয় হ্রাস করবে এবং পারস্পরিক সখ্যতা বাড়াবে।

৩৪. **সহযোগী দেশগুলো অঙ্গীকারাবদ্ধ**

ঘ দাতাদের তুলনামূলক লাভের ব্যাপরে স্পষ্ট মনোভাব তুলে ধরতে হবে এবং দেশীয় পর্যায়ে বা নির্দিষ্ট খাতে কিভাবে দাতাদের সখ্যতা অর্জন করবে তা বলতে হবে।

৩৫. **দাতারা অঙ্গীকারাবদ্ধ**

ঘ দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দাতাদের কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় পর্যায়ে বা খাতভিত্তিক প্রাপ্ত সুবিধাদির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

ঘ নানা ধরনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয়ের জন্য একত্রে কাজ করবে।

## সহযোগিতামূলক আচরণের জন্য উৎসাহিতকরণ

৩৬. **দাতাসংস্থা এবং সহযোগী দেশগুলো যৌথভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ**

ঘ সমন্বয়, বিন্যাস এবং ফলাফলের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনাসহ কর্মীদের উৎসাহিতকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং প্রক্রিয়াসমূহের সংস্কার করা যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে নিয়োগ, মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ।

## দুর্বল (খৎধমরষব) রাষ্ট্রসমূহে কার্যকর সাহায্য বিতরণ

৩৭. দুর্বল রাষ্ট্রসমূহে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সুদূরপ্রসারী অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হলো একটি আইনসিদ্ধ, কার্যকর এবং পুনর্বিন্যস্ত রাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশীয় প্রতিষ্ঠান গঠন। যখন কার্যকর সাহায্য নিয়ন্ত্রক নীতিসমূহ সমভাবে দুর্বল রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হবে তখন তাদের প্রয়োজন হবে সেই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং দ্রুত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৩৮. **সহযোগী দেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ**

ঘ কার্যকর শাসনব্যবস্থা, জননিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবাসমূহে জনগণের সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও শাসনকাঠামো প্রণয়নে অগ্রগতি সঞ্চার করতে হবে।

ঘ সাধারণ পরিকল্পনা কৌশল প্রণয়ন যেমন ফলাফল ম্যাট্রিক্স ইত্যাদিসহ জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের ব্যাপারে দাতাদের সাথে পরামর্শ।

ঘ উন্নয়ন অগ্রাধিকার প্রণয়নে বৃহত্তর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

৩৯. **দাতাদের অঙ্গীকার**

ঘ তাদের কার্যক্রম সমন্বয়। শক্তিশালী সরকারি নেতৃত্ব না থাকলে সমন্বয় খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সমন্বয়ের মূল লক্ষ্য হবে গবেষণা, যৌথ মূল্যায়ন, যৌথ কৌশল প্রণয়ন, রাজনৈতিক কাজের সমন্বয় এবং কিছু বাস্তব পদক্ষেপ যেমন দাতাদের যৌথ অফিস স্থাপন।

ঘ যত দূর সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত কৌশলকে বিন্যস্ত করতে হবে। আর তা যদি করতে পারা না যায় সেক্ষেত্রে দাতাদের উচিৎ হবে দেশ, অঞ্চল বা বেসরকারি খাতের বিদ্যমান পদ্ধতিসমূহের পূর্ণ ব্যবহার।

ঘ জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতিকে অবমূল্যায়ন করে এমন কাজ এড়িয়ে চলতে হবে। যেমন, জাতীয় বাজেট প্রক্রিয়া বা স্থানীয় কর্মীদের উচ্চ মজুরি ইত্যাদি।

ঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রক্রিয়ার উপযুক্ত সমন্বয় করতে হবে। নিয়মিত অর্থ সহায়তার ব্যাপারটিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

## পরিবেশ মূল্যায়নের (উহারৎড়হসবহঃধষ অংংবংংসবহঃ) জন্য সমন্বিত পদ্ধতি প্রণয়ন

৪০. দাতারা প্রকল্প পর্যায়ে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ইস্যুসহ উহারৎড়হসবহঃধষ ওসঢ়ধপঃ অংংবংংসবহঃ (উওঅ)

সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য অগগতি অর্জন করেছে। এই অগ্রগতিকে বৈশ্বিক পরিবেশগত বিভিন্ন ইস্যু যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, মরুকরণ এবং প্রাণবৈচিত্র্য হ্রাসের সাথে জড়িত সংশিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে হবে।

৪১. **দাতা এবং সহযোগী দেশের যৌথ অঙ্গীকার**

ষ প্রকল্পসমূহের জন্য একই প্রক্রিয়া গ্রহণ এবং অংশীজনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বা উহারৎড়হসবহঃধষ ওসঢ়ধপঃ অংংবংংসবহঃ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা এবং জাতীয় পর্যায়ে ও ক্ষেত্রভেদে কৌশলগত পরিবেশ মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন এবং প্রয়োগ।

ষ পরিবেশগত বিশেষণ এবং আইনগত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য বিশেষায়িত কারিগরি জ্ঞান এবং নীতিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন।

৪২. বিভিন্ন ক্রস-কাটিং ইস্যুসমূহের জন্য একই ধরনের সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। যেমন, জেন্ডার সমতা এবং অন্যান্য থিমেটিক ইস্যু যা বিভিন্ন ফান্ড দ্বারা অর্থায়িত।

## ফলাফলের জন্য ব্যবস্থাপনা

ফলাফলের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।

৪৩. ফলাফলের জন্য ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় সাহায্যের সেই ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োগ যা কাঙ্খিত ফলাফলের দিকে নিয়ে যাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উন্নয়নে তথ্য ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

৪৪. **সহযোগী দেশসমূহের অঙ্গীকার**

ষ জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সাথে বার্ষিক এবং বহু-বার্ষিক বাজেট প্রক্রিয়ার সংযোগসাধন জোরদার করা।

ষ জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের মূল সূচকগুলো পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন কাঠামো এবং ফলাফল সংশিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে। (নির্দেশক ১১)

৪৫. **দাতাদের অঙ্গীকার**

ষ দেশের কর্মসূচিসমূহ এবং সম্পদকে ফলাফলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং তাদেরকে সহযোগী দেশের কার্যকর কর্মমূল্যায়ন কাঠামোর সাথে বিন্যস্ত করতে হবে। সেই সাথে কর্মসূচক (চবৎভড়ৎসধহপব ওহফরপধঃড়ৎং) যা সহযোগী দেশের জাতীয় উন্নয়ন ক্যেশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এড়িয়ে যেতে হবে।

ষ সহযোগী দেশের ফলাফল সংশিষ্ট প্রতিবেদন ব্যবস্থা এবং পর্যবেক্ষণ কাঠামোর ওপর আস্থা রেখেই কাজ করতে হবে।

ষ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন চাহিদার সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং যে পর্যন্ত না তারা সহযোগী দেশের পরিসংখ্যান, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে পারছে ততক্ষণ তারা যৌথ প্রতিবেদন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে পারে।

৪৬. **দাতা এবং সহযোগী দেশের যৌথ অঙ্গীকার**

ষ ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং দেশের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করার জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

## পারস্পরিক জবাবদিহিতা

উন্নয়ন ফলাফলের জন্য দাতাসংস্থা এবং সহযোগী দেশগুলো জবাবদিহিমূলক থাকবে।

৪৭. উন্নয়ন সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগী দেশ এবং দাতাসংস্থা অগ্রাধিকারভিত্তিতে পরস্পর স্বচ্ছ এবং জবাবাদিহিমূলক থাকবে। জাতীয় নীতি এবং উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি জনসমর্থনকে শক্তিশালী করবে।

৪৮. **সহযোগী দেশের অঙ্গীকার**

ষ জাতীয় উন্নয়ন কৌশল এবং/অথবা বাজেটের ক্ষেত্রে সংসদীয় ভূমিকাকে শক্তিশালী করতে হবে।

ষ জাতীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে বৃহত্তর উন্নয়ন সহযোগীদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

৪৯. **দাতাদের অঙ্গীকার**

ষ সাহায্য প্রবাহের ওপর নিয়মিত, স্বচ্ছ এবং সম্প্রসারিত তথ্য প্রদান করতে হবে যাতে সহযোগী দেশের কর্তৃপক্ষ তাদের জনগণ এবং সংসদের কাছে বিস্তারিত বাজেট প্রতিবেদন পেশ করতে পারে।

৫০. **দাতা এবং সহযোগী দেশের যৌথ অঙ্গীকার**

ষ অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতিসহ সাহায্য কার্যকারিতার ওপর করা প্রতিশ্রুতিসমূহের পারস্পরিক অগ্রগতি প্রচলিত এবং দেশীয় মূল্যায়ন কৌশল দ্বারা যৌথভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। (নির্দেশক ১২)

## ৩. অগ্রগতির সূচকসমূহ

জাতীয় মূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ

| | মালিকানা | ২০১০ এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা | |
|---|---|---|---|
| ১ | সহযোগী দেশের কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন কৌশল থাকবে | অন্তত: ৭৫% সহযোগী দেশের কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন কৌশল থাকবে | |
| | **বিন্যস্তকরণ** | **২০১০ এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা** | |
| ২ | নির্ভরযোগ্য দেশীয় পদ্ধতি | ক) সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা– সহযোগী দেশগুলোর অর্ধেক সিপিআই (ঈচও) কর্মমূল্যায়ন স্কেলে অন্তত: একটি বিষয়ে উন্নতি করবে।<br>খ) ক্রয় প্রক্রিয়া– তিনভাগের একভাগ সহযোগী দেশ ৪টি নির্দেশকের অন্তত: একটি ক্ষেত্রে উন্নতি করবে। | |
| ৩ | জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সাহায্য প্রবাহের সমন্বয় | ব্যবধান দ্বিগুণ– বর্তমানে সরকারি বাজেটে সাহায্য প্রবাহকে অনেক কম দেখানো হয়। অন্তত: ৮৫% ক্ষেত্রে দেখাতে হবে। | |
| ৪ | সমন্বিত সমর্থনের মাধ্যমে সামর্থ্য বাড়ানো | সমন্বিত জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে ৫০% কারিগরি সহায়তা প্রবাহ বাস্তবায়ন। | |
| ৫ক | দেশীয় সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ব্যবহার | **দাতাদের শতকরা হার** | |
| | | স্কোর* | লক্ষ্য |
| | | ৫+ | সকল দাতাসংস্থা সহযোগী দেশের চখগ পদ্ধতি ব্যবহার করবে |
| | | ৩.৫-৪.৫ | ৯০% দাতাসংস্থা সহযোগী দেশের চখগ পদ্ধতি ব্যবহার করবে |
| | | **সাহায্য প্রবাহের শতকরা হার** | |
| | | স্কোর* | লক্ষ্য |
| | | ৫+ | চখগ পদ্ধতি ব্যবহার না করার পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ কমবে |
| | | ৩.৫-৪.৫ | চখগ পদ্ধতি ব্যবহার না করার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমবে |
| ৫খ | দেশীয় ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার | **দাতাদের শতকরা হার** | |
| | | স্কোর* | লক্ষ্য |
| | | ক | সকল দাতাসংস্থা সহযোগী দেশের ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করবে |
| | | খ | ৯০% দাতাসংস্থা সহযোগী দেশের ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করবে |
| | | **সাহায্য প্রবাহের শতকরা হার** | |
| | | স্কোর* | লক্ষ্য |
| | | ক | দেশীয় ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার না করার পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ কমবে |
| | | খ | দেশীয় ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার না করার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমবে |
| ৬ | একইরকম বাস্তবায়ন কাঠামো এড়ানোর মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধি | একই রকম প্রকল্প বাস্তবায়ন (চৎড়লবপঃ ওসাঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ ঝঃড়পশ) স্টক দুই তৃতীয়াংশ কমাতে হবে। | |
| ৭ | অধিক অনুমিত সাহায্য | একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে প্রতিশ্রুত সাহায্যের বিতরণ বন্ধের পরিমাণ অর্ধেক কমিয়ে আনতে হবে। | |
| ৮ | সাহায্য শর্তমুক্ত হতে হবে | সময়ের সাধে সাথে প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটবে | |
| | **সমন্বয়** | **২০১০ এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা** | |
| ৯ | একটি সর্বজনগ্রাহ্য বা সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে | কার্যক্রম ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে ৬৬% সাহায্য দেয়া হবে | |
| ১০ | পারস্পরিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা | ক) মাঠ পর্যায়ে দাতাদের ৪০% কাজ যৌথভাবে করা হবে<br>খ) দেশীয় পর্যায়ে ৬৬% কাজ যৌথভাবে করা হবে | |
| | **ফলাফলের জন্য ব্যবস্থাপনা** | **২০১০ এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা** | |
| ১১ | ফলাফল সংশিষ্ট কাঠামো | এক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ ব্যবধান দূর করা হবে | |
| | **পারস্পরিক জবাবদিহিতা** | **২০১০ এর জন্য লক্ষ্যমাত্রা** | |
| ১২ | পারস্পরিক জবাবদিহিতা | সকল সহযোগী দেশ পারস্পরিক মূল্যায়নকে গ্রহণ করবে | |

(* বি.দ্র.- নির্দেশক ৫-এ ব্যবহৃত স্কোর সমূহ ক্রয় পদ্ধতির গুণাগুণ বিশেষণে ব্যবহৃত এবং নির্দেশক ২ এ বর্ণিত জন অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির গবেষণা প্রক্রিয়া অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে)

সারণী

## অংশগ্রহণকারী দেশ এবং সংস্থাসমূহের তালিকা

### অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ

আলবেনিয়া
বাংলাদেশ
বলিভিয়া
বুরকিনা ফাসো
ক্যামেরুন
কঙ্গো
ডোমিনিকান রিপাবলিক
ইউরোপীয় কমিশন
ফ্রান্স
ঘানা
গিনি
ইন্দোনেশিয়া
জ্যামাইকা
কেনিয়া
কিরগিজ রিপাবলিক
মাদাগাস্কার
মালি
মঙ্গোলিয়া
নেপাল
নিকারাগুয়া
পাকিস্তান
পোল্যান্ড
রাশিয়া
সেনেগাল
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ
শ্রীলঙ্কা
তাজিকিস্তান
তিমুর-লেসেত
উগান্ডা
ভানুয়াতু
জাম্বিয়া
অস্ট্রেলিয়া
বেলজিয়াম
বতসোয়ানা
বুরুন্ডি
কানাডা
চেক রিপাবলিক
মিশর
ফিজি
গাম্বিয়া
গ্রিস
হন্ডুরাস
আয়ারল্যান্ড
জাপান
কোরিয়া
লাও পিডিআর
মালাউই
মৌরিতানিয়া
মরক্কো
নেদারল্যান্ডস
নাইজার
পাপুয়া নিউগিনি
পর্তুগাল
রুয়ান্ডা
সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো
দক্ষিণ আফ্রিকা
সুইডেন
তানজানিয়া
তিউনিশিয়া
যুক্তরাজ্য
ভিয়েতনাম
অস্ট্রিয়া
বেনিন
ব্রাজিল
কম্বোডিয়া
চীন
ডেনমার্ক
ইথিওপিয়া
ফিনল্যান্ড
জার্মানি
গুয়েতেমালা
আইসল্যান্ড
ইটালি
জর্ডান
কুয়েত
লুক্সেমবার্গ
মালয়েশিয়া
মেক্সিকো
মোজাম্বিক
নিউজিল্যান্ড
নরওয়ে
ফিলিপাইন
রোমানিয়া
সৌদি আরব
শোভাক রিপাবলিক
স্পেন
সুইজারল্যান্ড
থাইল্যান্ড
তুরস্ক
যুক্তরাষ্ট্র
ইয়েমেন

### অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এসিস্ট দি পুওরেস্ট
ইকনোমিক কমিশন ফর আফ্রিকা
ইউরোপীয় ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
গোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিউবারকিউলোসিস এন্ড ম্যালেরিয়া
ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
নিউ পার্টনারশিপ ফর আফ্রিকা'স ডেভেলপমেন্ট
অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ
আরব ব্যাংক ফর ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইন আফ্রিকা
কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট
কাউন্সিল ফর ইউরোপ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
এডুকেশন ফর অল ফাস্ট ট্র্যাক ইনিশিয়েটিভ
ইউরোপিয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক
জি২৪
ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব দি ফ্রাঙ্কোফনি
মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইন
নরডিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
অর্গানাইজেশন অফ ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান স্টেটস
প্যাসিফিক আইল্যান্ড ফোরাম সেক্রেটারিয়েট
ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

### নাগরিক সংগঠনসমূহ

আফ্রিকা হিউম্যানেটরিয়ান একশন
বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন
সিসিএফডি
কমিশন ইকনমিকা (নিকারাগুয়া)
ইউরোডাড
জাপান এনজিও সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন
তাঞ্জানিয়া সোশ্যাল এন্ড ইকনমিক ট্রাস্ট
আফ্রোডাড
কানাডিয়ান কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন
ইএনডিএ টিয়ারস মনডে
আইইউসিএন
রিয়েলিটি অব এইড নেটওয়ার্ক
ইউকে এইড নেটওয়ার্ক

Voice
Voices for Interactive Choice & Empowerment
বাড়ি-৬৭ (৫ তলা), বক-ক, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৮১৫৮৬৮৮, ই-মেইল: exchange.voice@gmail.com
ওয়েব: www.voicebd.org